তারুণ্য বার্তা

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৯ | ২৮ জুন ২০২০

ফাহিমের দৃষ্টান্ত

সিলেটে স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের পিপিই উপহার

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের রক্ষায় সামনের সারির যোদ্ধা হচ্ছেন চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা। তাই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। এই ভাবনা থেকে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার সিলেট জেলার সমন্বয়কারী মমিনুল হক ফাহিমের উদ্যোগে ফেসবুকে "Collect Fund to Protect Doctors" নামে একটি ইভেন্ট তৈরি করা হয়।

এর মাধ্যমে সিলেটের সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ৩৫,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। ২৩ এপ্রিল সেই টাকায় কেনা মোট ৬০টি পিপিই সিলেট ওসমানী মেডিকেল হাসপাতাল এবং শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, আয়া ও ক্লিনারদেরকে উপহার দেওয়া হয়। ওসমানি মেডিকেলে প্রফেসর ডা. ময়নুল হক, অধ্যক্ষ, সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ এর কাছে এবং সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ডা.সুশান্ত কুমার মহাপাত্র, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালএর কাছে পিপিইগুলো তুলে দেওয়া হয়।

করোনাভাইরাস ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ভুল তথ্য ছড়ানো একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই ভুল তথ্য থেকে সিলেটে বিভাগের মানুষকে রক্ষা করতে এবং করোনা ভাইরাসের সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য ইয়ুথ লিডার ফাহিমের নেতৃত্বে ফেসবুকে 'করোনা ভাইরাস আপডেট সিলেট' নামে একটি গ্রুপ খোলা হয়। এই ফেসবুক গ্রুপটি বর্তমানে সিলেটের সবচেয়ে বড় গ্রুপ হিসেবে যথাযথ তথ্য প্রচার করে আসছে।

সবাইকে সাথে নিয়ে ইয়ুথ লিডার ফাহিম করোনাসংকটের এই সময়ে মানবিক দায়িত্ব পালনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, ইতোমধ্যেই তা সিলেটে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। স্বেচ্ছাসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনা ছড়িয়ে পড়ছে আরও অনেকের মাঝে।

মুক্ত করে ভয়

করোনাভাইরাস সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন নাম। আতঙ্কিত হচ্ছে মানুষ। আত্মরক্ষায় পথ খুঁজে হয়রান। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে ভিন্ন গল্প সৃষ্টি করে চলেছেন একদল তরুণ। তারা স্বেচ্ছাব্রতী। দেশাত্মবোধ আর সামাজিক দায়বদ্ধতা তাদের মূল চেতনা। মনের গভীরে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, "নিজেরাই সুরক্ষিত রাখব নিজেদের এলাকা"। ভয়ের কাছে পরাজিত হয়ে নয়, সাহসে গড়ছেন তারা নতুন আশাবাদ।

নিজেদের গ্রামকে সুরক্ষিত ও ঝুঁকিমুক্ত রাখতে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট গ্রামের ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ইউনিট ব্যস্ত নানা সচেতনামূলক কার্যক্রমে। সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গত ১৮ জুন ৩০০ লিটার জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানোসহ ৩০০টি সাবান এলাকার বাড়িতে বাড়িতে টিউবওয়েলে বেঁধে দিয়েছে ইয়ুথ সদস্যরা। সোহেল, জনি, আলকামা সিদ্দিকী, রাবেয়া বশরীসহ দশ জন ইয়ুথ সদস্যের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষকে করোনাভাইরাসের ভয়াবহতার সম্পর্কে অবহিত করা, মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করা ও সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ার নিয়ম শেখানোর কাজও চলেছে নিরলসভাবে। মানবতার সেবায় তাদের এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান ইয়ুথ লিডার এস এম সোহেল রানা। তিনি বলেন, গ্রাম আমাদের, সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বও আমাদের। আমরা ভয়কে জয় করে এ কাজে নিবেদিত থাকব।

নারায়ণগঞ্জে মানবিক উদ্যোগ

করোনা মহামারীর সময় লকডাউনে থাকা আর্থিকেভাবে সংকটগ্রস্ত ও অতিদরিদ্র মানুষদের মাঝে মানবিক সাহায্যের অংশ হিসেবে সহায়তা সামগ্রী বিতরণ করলেন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ ইউনিটের সদস্যরা। ১৯ জুন ২০২০ ইউনিটের সদস্য ফাহিমা, বিজয়া জুবায়ের ও তাঁর বন্ধুরা নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার টানবাজার এলাকায় ৩৭টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সময় তাদেরকে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হয়।

উপদেষ্টা: ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক: শশাঙ্ক বরণ রায়, আমজাদ হোসেন রাজিব
প্রকাশনায়: ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ
সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

yeh.bd@thp.org
yeh.thpbd.org | thpbd.org
facebook.com/YEHBD
হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬